তারিখ 05 AUG 1997

বাধ্য করেছে অভা... যুবতীদের

ঝালকাঠি, ৪ঠা আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– কিশোরী জুলেখাসহ অনেক কিশোরী–যুবতীকেই, চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন স্থানের হোটেলে রেখে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করেছে আবদুল কাদের। দীর্ঘদিন থেকে স্ত্রী সেতু ও অন্যান্যের সহযোগিতায় সে নারী ব্যবসা করে চলছে। গ্রেফতারের পর পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি প্রদানকালে উপরোক্ত তথ্য দেয় নারী ব্যবসায়ী আঃ কাদের। গত ৩০শে জুলাই রিমান্ডশেষে তাকে ঝালকাঠি জেল হাজতে পাঠানো হয়।

কাদেরের জবানিতে আরো জানা যায়– গত দু'বছর আগে চাকরি দেবার কথা বলে জুলেখার বড় বোন অজুফাকেও একইভাবে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করে। তবে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অজুফার খোঁজ দিতে পারেনি আঃ কাদের। ছোট বোন জুলেখা ...এবং কাদেরের স্বীকারোক্তির

বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে লাইব্রেরি ব্যবহার না করে উপায় থাকে না, এরাই নির্মম হাতে বইয়ের পাতা কাটে। রুচিহীন চিত্তে বইয়ের পাতায় অশালীন কথা লিখতে দ্বিধাবোধ করে না।

আমার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আবিষ্কার করি, একেবারে নিচের দিকের শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরি ব্যবহারে যতো বেশি আগ্রহী এবং উৎসাহী, ক্রমান্বয়ে উপরের দিকের শিক্ষার্থীরা ততো নয়। ছোটরা যতোটা লাইব্রেরির নিয়ম মেনে চলে, বড়রা ততোটা চলে না। ছোটদের মধ্যে যতো বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী লাইব্রেরি ব্যবহারে উদগ্রীব, বড়দের মধ্যে ততোটাই অনীহা।

গ্রামের স্কুল দিয়েই শুরু করা যাক।

মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের একটি বিশিষ্ট স্কুল–রাজাদিয়া অভয় পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯১৮ সালে বাবু গোপাল চন্দ্র মুখার্জী স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বৃটিশ শাসনামল। স্কুলের সঙ্গে লাইব্রেরি ছিলো। লাইব্রেরিতে পত্র–পত্রিকাসহ প্রচুর মূল্যবান বই ছিলো। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অযত্ন অবহেলায় এসব মূল্যবান বই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে গল্প, উপন্যাস, জীবনী ও ধর্মীয় বই (কোরান শরীফ) মিলে তিন/চারশ'য়ের মতো বই আছে। এখানের শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরি থেকে সাধারণত গল্পের বই বা উপন্যাস নিয়ে থাকে। রেফারেন্স বা সহায়ক গ্রন্থ সম্পর্কে এদের কোনো ধারণাই নেই। একজন শিক্ষক দৈনন্দিন ক্লাস নেয়ার অবসরে তার সুবিধামতো সময়ে শিক্ষার্থীদের বই দিয়ে থাকেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনে করেন, যদি লাইব্রেরিয়ানের পদে একজন

–লাইব্রেরির ভূমিকা

...য়াসিনী

শ্রেণীর ছাত্রীরা শুধু রেফারেন্স বই ব্যবহার করতে পারে। এই স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী থাকায়, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি ব্যবহারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। আলোচনায় জানতে পারি, কিছু মেধাবী শিক্ষার্থী ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষার্থী লাইব্রেরি ব্যবহারে মোটেও উৎসাহী নয়। মেধাবী শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই শিক্ষকদের সহায়তায় পড়াশোনা করে থাকে।

হলিক্রস স্কুল। এখানে প্রথম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে এবং নিজেদের পছন্দমতো বই এক সপ্তাহের জন্যে বাসায় নিতে পারে। এখানে মাঝে মাঝে শিশুদের উপযোগী ফিল্ম দেখানো হয় কিভাবে বই ধরে পড়তে হয় এবং কিভাবে বইয়ের যত্ন করতে হয়, তা প্রথম শ্রেণী থেকেই শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষার্থী কিভাবে রেফারেন্স বই থেকে সাহায্য নিয়ে পড়াশোনা করবে তাও শেখানো হয়। এর ফলে লাইব্রেরি সম্পর্কে এ স্কুলের শিক্ষার্থীদের ধারণা অতি স্বচ্ছ। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকে। এরা লাইব্রেরি ছাড়া লেখাপড়ার কথা ভাবতেই পারে না। শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণী থেকে বা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই লাইব্রেরি ব্যবহার করে। সে জন্যে এসব শিক্ষার্থীর পিতা–মাতা বা অভিভাবকগণ সন্তানদের লাইব্রেরি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যান। এসব শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক–বহির্ভূত বই পড়ায় পিতা–মাতার কাছে বাধা পায় না। অন্যথায় অনেক পিতা–মাতার ধারণা, ছাত্রাবস্থায় বিশেষত স্কুলে পাঠরত অবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই পড়ে ছেলেমেয়েরা অযথা সময় নষ্ট করে। তার চেয়ে তাদের মেধাবী সন্তানটি যদি ওই সময়টাতে পাঠ্যবিষয়ে পড়াশোনা করতো তবে পরীক্ষার ফলাফল যা করেছে এর চেয়ে আরও বেশি ভাল করতে পারতো। তাদের এ ধারণা যে একশ' ভাগই ভ্রান্ত, অধিকাংশ পিতা–মাতা তা অনুধাবন করতে পারেন না।

আসলে আমাদের দেশে স্কুল লাইব্রেরি এবং লাইব্রেরিয়ানের ভূমিকা সম্পর্কে কেউই সচেতন নয়।' মনে করা হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই লেনদেন করাই লাইব্রেরিয়ানের একমাত্র কাজ। যে জন্যে একজন সাধারণ শিক্ষককে পাঠদানের ফাঁকে ফাঁকে লাইব্রেরি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়, যার লাইব্রেরি সম্পর্কে কোনো ট্রেনিং বা কোনো ধারণাই থাকে না। সরকারি বেসরকারি প্রত্যেক স্কুলে একজন শরীরচর্চাবিদ–এর পদ আছে, শরীরচর্চাবিদ আছেন। অথচ কোথাওই উল্লেখযোগ্য কোনো লাইব্রেরিয়ানের পদ নেই, লাইব্রেরিয়ান নেই। যদিও বা কোনো স্কুলের লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করা হয় সেখানে লাইব্রেরিয়ানকে এককভাবে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। একটি লাইব্রেরি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকার ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরিতে একমাত্র লাইব্রেরিয়ান ছাড়া আর কোনো কর্মী নিয়োগে মনোযোগী নন। কাগজে–কলমে কথিত এসব লাইব্রেরির করুণ অব্যবস্থা আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি লাইব্রেরি সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা দেবার উদ্দেশ্যে ছিয়ানব্বই সালের শেষে 'বইয়ের প্রাণ' নামে একটি বই লিখি। দেশের শীর্ষস্থানীয় অনেকেই বইটি সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনেকে হাতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজের বই গোছানোর কাজে লাগিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, অনেকে বইটি খুলে না দেখেই মন্তব্য করেছেন, বই লিখে ব্যবসা করছি বলে।

উপযুক্ত শিক্ষার অভাব অপরিণত মনে বিকৃতির দ্বার খুলে দিচ্ছে 'আকাশ–সংস্কৃতি'। এজন্যে অনেকেই আমাদের দেশে এর প্রচলনের বিপক্ষে কথা বলে থাকেন। কিন্তু আমরা শিক্ষার জগতে পেছনে পড়ে আছি বলে অগ্রসরমান দুনিয়া তো বসে নেই। পৃথিবীর এতোসব বিস্ময়কর আবিষ্কার কখনোই আড়াল করে রাখা সম্ভব নয় এবং কোনো সভ্য জাতি হিসেবে তা উচিতও নয়। প্রয়োজন শিক্ষার। আর তাই প্রয়োজন ছিলো আমাদের দেশের শিক্ষানীতি পরিবর্তনের, যে শিক্ষানীতি লাইব্রেরি নির্ভর হয়ে আদর্শবান সুনাগরিক গড়ে তুলবে।

শিক্ষামন্ত্রণালয় এবারের বাজেটে স্কুল লাইব্রেরির জন্যে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে কিছুসংখ্যক স্কুল বাছাই করে এসব স্কুলে পরীক্ষামূলক আধুনিক লাইব্রেরি সংগঠনের জন্যে এ টাকা ব্যয় করা হবে। জানিনা, কোন্ কোন্ ভাগ্যবান স্কুল এ নির্বাচিত স্কুলের মধ্যে পড়বে। তবে কথা হলো, আমাদের এই হতদরিদ্র দেশে প্রয়োজনটাই বড়। সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে যেখানে দেশের প্রতিটি স্কুলে লাইব্রেরি সংগঠন ও উন্নয়ন প্রয়োজন, সেখানে কয়েকটি মাত্র লাইব্রেরিকে আধুনিকায়ন করা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের মাত্রা আরেক ধাপ বাড়ানো। এভাবে দান অনুদান না দিয়ে সুনির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে লাইব্রেরির জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করতে হবে। প্রতি স্কুলে লাইবেরির জন্যে পর্যাপ্ত জায়গা বরাদ্দ করতে হবে। স্কুল–লাইব্রেরিগুলোকে উপযুক্ত শিশু–কিশোর সামগ্রী যা শিশু মনে প্রেরণার উৎস হতে পারে এরকম বিষয়ের বইপত্র, যেমন ভ্রমণকাহিনী, মনীষীদের জীবনী, চমকপ্রদ ঐতিহাসিক গল্প, আনন্দদায়ক নির্মল কৌতুক ইত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ করতে হবে। প্রত্যেকটি স্কুলে আধুনিক লাইব্রেরি গড়ে তুলতে হবে। পাঠ্যবিষয় ছাড়াও সৎ ও সুন্দর মনোভাব গঠন, জীবনের লক্ষ্য স্থির, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষা ও শালীনতাবোধ অর্জনের লক্ষ্যে Reading guidanceসহ তথ্য, উৎসাহ এবং বিনোদনমূলক বইপত্র সংগ্রহে রাখতে হবে। খেলাধূলা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী, ইতিহাস, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রকৃতি ও পরিবেশ, মৌলিক বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক বইপত্রও নিয়মিতভাবে মাসিক ও দৈনিক কয়েকটি পত্র–পত্রিকা লাইব্রেরিতে রাখতে হবে।

শিক্ষাপদ্ধতি কার্যকর করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্যে শিক্ষা–প্রশিক্ষণ, শিক্ষা–মনোবিজ্ঞান, ছাত্র পরিচালনা, শিক্ষা গবেষণা সংক্রান্ত বইপত্র এবং শিক্ষাসামগ্রী লাইব্রেরিতে রাখতে হবে। প্রতিটি স্কুলে লাইব্রেরি পিরিয়ডের ব্যবস্থা রেখে এমনভাবে রুটিন তৈরি করতে হবে, যেন প্রতিটি ক্লাস লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পায়। লাইব্রেরিয়ানকে লাইব্রেরির ব্যবহার এবং তথ্যে প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝানোর জন্যে ক্লাস নিতে দিতে হবে। লাইব্রেরিয়ানদের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে গণ্য না করে অবশ্যই শিক্ষক হিসেবে গণ্য করতে হবে। এছাড়া স্কুল–লাইব্রেরিয়ানদের স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের সমমর্যাদা ও বেতনক্রম দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার্বিকভাবে শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ সাধন তথা জ্ঞানার্জন। একটি সুসংহত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে সর্বস্তরে লাইব্রেরিভিত্তিক পড়াশোনার প্রচলন এই জ্ঞানার্জনের ধারাকে সমুন্নত রাখতে পারে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও এর যথাযথ ব্যবহারের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে।